নজরে হেফাজত

সফলতার হাতিয়ার

বই	**নজরের হেফাজত : সফলতার হাতিয়ার**
লেখক	ড. শাইখ মাহমুদ মিসরি
ভাষান্তর	আল-আমিন ফেরদৌস
বানান সমন্বয়	মুহাম্মদ পাবলিকেশন সম্পাদনা পর্ষদ
প্রচ্ছদ	আবুল ফাতাহ মুন্না
প্রকাশক	মুহাম্মদ আবদুল্লাহ খান
অঙ্গসজ্জা	মুহাম্মদ পাবলিকেশন গ্রাফিক্স টিম

নজরের হেফাজত

সফলতার হাতিয়ার

ড. শাইখ মাহমুদ মিসরি

মুহাম্মদ পাবলিকেশন

নজরের হেফাজত : সফলতার হাতিয়ার

প্রকাশকাল : বইমেলা ২০২১

প্রকাশনায়

মুহাম্মদ পাবলিকেশন

১১/১ ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
+৮৮ ০১৩১৫-০৩৬৪০৩, ০১৬২৩-৩৩ ৪৩ ৪২

গ্রন্থস্বত্ব : প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত

অনলাইনে অর্ডার করুন
www.wellreachbd.com
অথবা **rokomari.com & wafilife.com**-এ

বইমেলা পরিবেশক
বাংলার প্রকাশন

মূল্য : BD ৳ ১০০, US $ 8, UK £ 5

NOJORER HIFAJOT

Writer : Shaikh Mahmud Mishory

Published by
Muhammad Publication
11/1 Islami Tower, Banglabazar, Dhaka-1100
+88 01315-036403, 01623-334342

ISBN : 978-98495377-4-8

স্বত্ব সংরক্ষিত। প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত বইটির কোনো অংশ ইলেক্ট্রনিক বা প্রিন্ট মিডিয়ায় পুনঃপ্রকাশ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। বইয়ের কোনো অংশের পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না। স্ক্যান করে ইন্টারনেটে আপলোড করা, ফটোকপি বা অন্য কোনো উপায়ে প্রিন্ট করা অবৈধ এবং আইনত দণ্ডনীয়।

অর্পণ...

মাওলানা জহিরুল ইসলাম খান,
আমার শ্রদ্ধেয় নানাজান,
বেঁচে থাকলে আজ তিনি
না জানি কত খুশি হতেন,
তাঁর হাতে আমার এ সামান্য
অর্জন তুলে দিতে পারলে,
আমারও অনেক অনেক
ভালো লাগত।

—আল-আমিন ফেরদৌস

প্রকাশকের কথা

ইমাম ইবনুল কাইয়িম রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'দৃষ্টিই যৌন লালসা উদ্বোধক। কাজেই এ দৃষ্টির নিয়ন্ত্রণ ও সংরক্ষণ মূলত যৌনাঙ্গেরই সংরক্ষণ।'

তা ছাড়া বর্তমানে ইন্টারনেট ও স্যাটেলাইট প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে মুক্তচিন্তার নামে সর্বত্র নষ্টামি ও নোংরামির যে চর্চা শুরু হয়েছে, তা মানুষকে লাজ-শরম ভুলে অশ্লীলতা ও বেহায়াপনায় লিপ্ত করছে; যুবকদের দেহমনে লাগিয়ে দিচ্ছে যৌবনের আগুন। ফলে তারা আল্লাহর ইবাদত ও আনুগত্য থেকে দূরে সরে যাচ্ছে, নিমজ্জিত হচ্ছে সীমাহীন পাপাচারে। এসবের কারণ অনুসন্ধান করলে সর্বাগ্রে যে-হেতুটি পাওয়া যায়, তা হলো—দৃষ্টির অসংযত ব্যবহার।

কীভাবে করবেন নজরের হেফাজত! নজরের হেফাজত করলে কী পুরস্কার রয়েছে আপনার জন্য? বিপরীতে কুদৃষ্টির ফলে

কী শাস্তি অপেক্ষা করছে, তারই অনবদ্য গ্রন্থনা—'নজরের হেফাজত : সফলতা হাতিয়ার'।

বইটি অনুবাদ করেছেন আল-আমিন ফেরদৌস। এটিই তাঁর প্রথম অনুবাদ নয়; ইতিপূর্বে বেশ চমৎকার কিছু বই তিনি আমাদেরকে উপহার দিয়ে পাঠকহৃদয় জয় করে নিয়েছেন। আশা করি তার এ বইটিও পাঠককে বেশ আকৃষ্ট করবে। আল্লাহ কবুল করুন আমিন।

বইটি যথাসাধ্য সাবলীল ও নির্ভুলের চেষ্টায় আমরা কমতি করিনি; কিন্তু মানুষ ভুল, অক্ষমতা ও সীমাবদ্ধতার ঊর্ধ্বে নয়, ত্রুটি-বিচ্যুতি এড়িয়ে যাওয়া অনেক সময় সম্ভব হয় না। অসতর্কতাবশত ত্রুটি-বিচ্যুতি, ভাষাপ্রয়োগে জটিলতা বা ভাবের গরমিল থেকে যেতে পারে। পাঠক ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টি ও সংশোধনের মনোভাব নিয়ে সকল ব্যাপারে আমাদের অবহিত করবেন বলে আশা রাখি।

পরিশেষে আল্লাহ তাআলা বইটির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবাইকে জাযায়ে খায়ের দান করুন। আমিন।

—মুহাম্মদ আবদুল্লাহ খান
৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২১ খ্রি.

অনুবাদকের কথা

শায়খ মাহমুদ মিসরির এ বইটির আরবি নাম 'كيف تغض بصرك'। শাব্দিক অর্থ করলে দাঁড়ায়—কীভাবে দৃষ্টি সংযত রাখবেন। আমরা নাম দিয়েছি, 'নজরের হেফাজত : সফলতার হাতিয়ার'।

সত্যি বলতে কি, বইটি আদ্যোপান্ত পড়লে আপনার মনেও এই অনুভূতি জাগবে। আমার বিশ্বাস—কুরআন, হাদিস ও মনীষীদের বাণীতে সাজানো এ বইটি যে কাউকেই স্পর্শ করবে। আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের এ-কথাগুলো হয়তো আপনারও পড়া হয়েছে, অথবা শোনা হয়েছে আলিমদের মুখে মুখে। কিন্তু লেখক এখানে যে দরদ নিয়ে কথাগুলো বলেছেন, তা আমাকে ভীষণভাবে প্রকম্পিত করেছে। ফলে অনুবাদ করতে গিয়ে থেমে থেমে দুআ করেছি, আর এখন পাঠকদের জন্য দুআ করছি—আল্লাহ যেন আমাদের সকলকে এ কথাগুলোর ওপর আমল করার তাওফিক দান করেন।

সত্যি বলতে কি—একজন পাঠক হিসেবে বইটি চোখে পড়ামাত্রই আমাকে থমকে দাঁড়াতে হয়েছিল। যদিও লেখক সম্পর্কে তখনও আমার কোনো অবগতি ছিল না। তবুও বইটি যতই পড়েছি, ততই মুগ্ধ হয়েছি—লেখকের প্রতি, তাঁর লিখনীর প্রতি। পরে মুহতারাম প্রকাশককে জানালে তিনি অনুবাদের ব্যাপারে সম্মতি জ্ঞাপন করেন। লেখক সম্পর্কে তার অবগতির কথাও বলেন। যা আমরা সংক্ষেপে তুলে ধরেছি।

সবশেষে, আল্লাহর যে বান্দারা তাঁকে ভয় করে এবং ভালোবেসে নজরের হেফাজত করতে চান, কিন্তু শয়তানের ধোঁকায় পড়ে বারবার পদস্খলিত হোন, তাদের জন্য এ পুস্তিকাটি সাথে রাখা এবং বারবার পড়া খুবই উপকারী হবে বলে মনে করছি।

তা ছাড়া সকল শ্রেণির পাঠকদের প্রতি খেয়াল রেখে অনুবাদ যথাসাধ্য সহজ ও সাবলীল করতে চেষ্টা করেছি। এরপরও কোনো ত্রুটি বিজ্ঞ পাঠকদের দৃষ্টিগোচর হলে আমাকে জানাবেন, এই অনুরোধ করে রাখছি। আল্লাহ তাআলা আমাদের এ সামান্য মেহনত কবুল করে নিন। সকল গুনাহ থেকে বাঁচার তাওফিক দিন। নজর হেফাজতের মতো কঠিন আমলটি সহজ করে দিন। আমিন।

—আল-আমিন ফেরদৌস
alaminfrds@gmail.com
fb.com/alaminfrds

ভূমিকা

সকল প্রশংসা আল্লাহ তাআলার। আমরা তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি; তাঁর কাছে সাহায্য কামনা করি, তাঁর কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করি। অন্তরের অনিষ্ট এবং কর্মের মন্দত্ব থেকে তাঁর কাছেই আশ্রয় কামনা করি। তিনি যাকে পথপ্রদর্শন করেন, তাকে কেউ বিপথে নিতে পারে না। আর তিনি যাকে বিপথগামী করেন, তাকে কেউ সুপথে আনতে পারে না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই; তিনি এক, তাঁর কোনো শরিক নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসুল। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ.

হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে যথাযথভাবে ভয় করো। আর অবশ্যই মুসলিম না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না। [সূরা আলে ইমরান, আয়াত : ১০২]

আল্লাহ তাআলা আরও ইরশাদ করেন—

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا.

হে মানবজাতি! তোমরা তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় করো—যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি তার থেকে তার সঙ্গিনীকে সৃষ্টি করেছেন; আর বিস্তার করেছেন তাদের দুজন থেকে অগণিত পুরুষ ও নারী। আর আল্লাহকে ভয় করো, যাঁর নামে তোমরা একে-অপরের নিকট মিনতি করে থাক এবং আত্মীয়দের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করো। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের সবকিছু পর্যবেক্ষণ করেন। [সূরা নিসা, আয়াত : ১]

আল্লাহ তাআলা আরও ইরশাদ করেন—

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا.

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় করো এবং সঠিক কথা বলো; তাহলে তিনি তোমাদের আমল-আচরণ সংশোধন করবেন এবং তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করবেন। যে-কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আনুগত্য করবে, সে অবশ্যই মহাসাফল্য অর্জন করবে। [সূরা আহযাব, আয়াত : ৭০-৭১]

প্রিয় পাঠক, দৃষ্টিসংযম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। কিন্তু এ ব্যাপারে সমগ্র মুসলিম জাতি—বিশেষত মুসলিম যুবক-যুবতিদের যে উদাসীনতা, তার পরিণাম নিয়ে চিন্তা করলে যে-কারো চোখ থেকে অশ্রুর বদলে নিশ্চিত খুন ঝরবে। কারণ, বর্তমান সমাজে পুরুষরা যেমন নারীদের থেকে দৃষ্টি সংযত রাখছে না, তেমনি পুরুষদের দিকে নারীদের দৃষ্টিপাতও বেশ বেপরোয়া। এর কারণ সম্ভবত ধর্মীয় অনুশাসনের দুর্বলতা এবং আল্লাহর ব্যাপারে মানুষের মাত্রাতিরিক্ত উদাসীনতা। অথচ মহান আল্লাহ তো এমন সত্তা, যিনি চোখের সকল খেয়ানত সম্পর্কে জানেন, মানব-মনে লুক্কায়িত সবকিছুই দেখেন।

তা ছাড়া বর্তমানে ইন্টারনেট ও স্যাটেলাইট প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে মুক্তচিন্তার নামে সর্বত্র নষ্টামি ও নোংরামির যে চর্চা শুরু হয়েছে, তা মানুষকে লাজ-শরম ভুলে অশ্লীলতা ও বেহায়াপনায় লিপ্ত করছে; যুবকদের দেহমনে লাগিয়ে দিচ্ছে যৌবনের আগুন। ফলে তারা আল্লাহর ইবাদত ও আনুগত্য থেকে দূরে সরে যাচ্ছে, নিমজ্জিত হচ্ছে সীমাহীন পাপাচারে। এসবের কারণ অনুসন্ধান করলে সর্বাগ্রে যে-হেতুটি পাওয়া যায়, তা হলো—দৃষ্টির অসংযত ব্যবহার।

উল্লেখ্য, যে ব্যক্তি তার প্রবৃত্তির লাগাম ছেড়ে দেয়, কামনা-বাসনা তাকে নিয়ে পাগলা ঘোড়ার মতো দিগ্বিদিক ঘুরে বেড়ায়। কারণ, প্রবৃত্তির চাহিদার কোনো শেষ নেই, কামনা-বাসনার কোনো সীমা নেই। যে ব্যক্তি দুনিয়ার প্রতি আকৃষ্ট, অঢেল সম্পদও তাকে পরিতৃপ্ত করতে পারে না। আদম সন্তানের স্বভাব হলো—যদি তার দুটি স্বর্ণ-উপত্যকা থাকে, তবে সে তৃতীয়টির পেছনে নিরলস ছুটতে থাকে। কেবল কবরের মাটিই পারে মানুষকে পরিতৃপ্ত করতে; অন্যকিছু নয়।

লোভাতুর দৃষ্টিতে পরনারীকে উপভোগ করায় অভ্যস্ত ব্যক্তির অবস্থাও ঠিক এমনই। তার অন্তরে নারীর প্রতি যে কামনা-বাসনা তৈরি হয়ে আছে, তা পূরণ করার কোনো উপায় এ দুনিয়াতে নেই।

শাইখ আলি তানতাবি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "আচ্ছা, যদি তোমাকে কারূনের মতো সম্পদশালী ও হারকিউলিসের মতো শক্তিমান করা হয়; এবং তোমার সঙ্গিনী হয় দশ হাজার সুন্দরী রমণী, তবে কি তোমার অতৃপ্ত হৃদয় তৃপ্ত হবে বলে মনে

করো? না, কস্মিনকালেও না—এ কথা আমি যেমন উঁচু আওয়াজে বলতে পারি, তেমনি কাগজ-কলমেও লিখে দিতে পারি। তবে হ্যাঁ, বৈধ উপায়ে একজনই স্ত্রীই তোমার জন্য যথেষ্ট হতে পারে। আর হ্যাঁ, আমার এ-কথার দলিল খুঁজতে এসো না। আশেপাশে তাকালে তুমি নিজেই অসংখ্য দলিল পেয়ে যাবে।'[১]

নিঃসন্দেহে নারীসংক্রান্ত ফিতনাই[২] মানুষের জন্য সবচেয়ে বড় ফিতনা। এ প্রসঙ্গে স্বয়ং নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন—

مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِي النَّاسِ فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ .

আমার অবর্তমানে আমি মানুষের মধ্যে নারীদের চেয়ে ভয়ংকর আর কোনো ফিতনা রেখে যাইনি।[৩]

আল্লাহ তাআলা কুরআন কারিমে বলেন—

خُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا

মানুষকে দুর্বল করে সৃষ্টি করা হয়েছে। [সুরা নিসা, আয়াত : ২৮]

---

[১] *ফাতাওয়া আলি আত-তানতবি*, পৃষ্ঠা : ১৪৬
[২] ফিতনা : পরীক্ষার বিষয় বা মাধ্যম।—অনুবাদক
[৩] *সহিহুল বুখারি*, হাদিস নং ৫০৯৬

ইমাম তাউস রাহিমাহুল্লাহ এ-আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, '(দুর্বলতার অর্থ হলো,) নারীদের দিকে তাকালে সে আর নিজেকে সংবরণ করতে পারে না।'[৪]

উল্লিখিত এ বিষয়গুলো সামনে রেখে সংক্ষিপ্ত এ পুস্তিকাটি রচনা করা হয়েছে। এতে আমি মুসলিম ভাই-বোনদের কাছে দৃষ্টিসংযম সম্পর্কিত কিছু উপদেশ তুলে ধরতে চেষ্টা করেছি। নজরের হেফাজত নিঃসন্দেহে অনেক কঠিন। কিন্তু আল্লাহ যার জন্য সহজ করে দেন, তার জন্য খুবই সহজ। তাই আমরা আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইব, তাঁর দয়ায় হয়তো আমাদের জন্যও তা সহজ হয়ে যাবে।

হে আল্লাহ, আপনি মুসলিম যুবক-যুবতিদের দৃষ্টি সংযত রাখার তাওফিক দিন, যেন তারা জান্নাতে আপনার দর্শন লাভে ধন্য হতে পারে।—আমিন!

সাল্লাল্লাহু আলা নাবিয়্যিনা মুহাম্মদ, ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়া সাল্লাম।

দয়াময়ের দয়ার ভিখারি

—(আবু আম্মার) মাহমুদ মিশরি

---

[৪] ইবনুল জাওযি রহ. কৃত *জাম্মুল হাওয়া*; পৃষ্ঠা ১৭৯

লেখক পরিচিতি

শাইখ আবু আম্মার মাহমুদ মিসরি। আরববিশ্বে সাড়াজাগানো লেখক ও দাঈ। ১৯৬২ সালে মিসরের কায়রো জেলায় ঐতিহ্যবাহী মিসরি ধার্মিক পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। শিক্ষাজীবনে প্রথমে তিনি হলওয়ান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সমাজসেবা বিষয়ে স্নাতক সম্পন্ন করেন। এরপর শুরু হয় তাঁর সুদীর্ঘ ইলমি সফর।

নিজের ইলমি সফর সম্পর্কে তিনি বলেন, 'আমার এ-সফর একটু বিলম্বে শুরু হয়েছিল। আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহে আমি কুরআন কারিমের হিফজ সম্পন্ন করেছি। এরপর আমি 'সহিহুল বুখারি' ও 'সহিহ মুসলিম'সহ বেশ কয়েকটি হাদিসগ্রন্থ মুখস্থ করেছি। কুরআন কারিমের অধিকাংশ তাফসিরগ্রন্থ পাঠ করেছি। এ ছাড়া ফিকহ ও সিরাতসহ ইসলামি জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় বিচরণ করেছি।'

তিনি আরও বলেন, 'আমি কখনোই আমার প্রতি আমার উস্তাদ—শাইখ মুহাম্মদ আবদুল মাকসুদ, শাইখ আবু ইসহাক,

শাইখ মুহাম্মদ হাসসান এবং জামিয়াতুল আজহারের তাফসির বিভাগের শিক্ষক ড. জাকি আবু সারিয়ার অনুগ্রহের কথা ভুলতে পারব না। আল্লাহ তাঁদের সকলকে উত্তম বিনিময় দিন।'

শাইখ মাহমুদের ইলমি সফর শুধু মিসরেই সীমাবদ্ধ ছিল না। ইলমের তৃষ্ণা নিবারণে তিনি পাড়ি জমিয়েছেন সৌদি আরবে। সেখানে তিনি একাধিক ইসলামিক স্কলারের সান্নিধ্যে থেকে ইলম অর্জন করেন। শাইখ মুহাম্মদ ইবনু ইসমাইলের কাছ থেকে 'কুতুবে সিত্তাহ'সহ ইলমে দ্বীনের সকল শাখার ইজাযত লাভ করেন। তিনি কায়রোতে অবস্থিত আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট' বিষয়ে ডক্টরেট ডিগ্রিও লাভ করেন।

ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর প্রকাশিত মূল্যবান গ্রন্থ সংখ্যা ছিয়াশিটি। সেসবের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হলো— 'সিরাতুর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম', 'আসহাবুর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম', 'কাসাসুল কুরআন, 'সাহাবিয়াতু হাওলির রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম', 'রিহলাতু ইলা দারিল আখিরাহ', 'ইরশাদুস সালিকিন ইলা আখতাইল মুসলিহিন' ইত্যাদি।

সূচিপত্র

নজরের হেফাজত-২৩

দৃষ্টিসংযম কী? ২৩
কুদৃষ্টি থেকে হয় অগণিত গুনাহের উৎপত্তি ২৪
অধিকাংশ গুনাহের কারণ অসংযত
দৃষ্টি ও বাক-অসংযম ২৪
'নজর' হৃদয়ে নিক্ষিপ্ত এক বিষাক্ত তির ২৫
'চোখ' হৃদয়ের প্রধান কপাট ২৬
অসংযত দৃষ্টি মানুষের মান-সম্মান ক্ষুণ্ণকারী ২৬
দৃষ্টিসংযম আবশ্যক হওয়ার দলিল ২৭
কুরআনে বর্ণিত কয়েকটি দলিল ২৭
এই আদেশ নারী-পুরুষ উভয়ের প্রতি ৩১
যৌনাঙ্গের আগে চক্ষু হেফাজতের আদেশ কেন? ৩২
দুটি সূক্ষ্ম বিষয় ৩৩
কুরআন থেকে দ্বিতীয় দলিল ৩৫
কুরআন থেকে তৃতীয় দলিল ৩৬
হাদিসে বর্ণিত দলিলসমূহ ৪০
সালাফে সালেহিনের নজর-হেফাজত ৪৬
কুদৃষ্টির পরিমাণ ৫০

হারাম দৃষ্টি মানুষকে শিরকে লিপ্ত ৫১
দুটি দৃষ্টান্তমূলক ঘটনা ৫৫
কুরআনে চিকিৎসা-সংক্রান্ত অলৌকিকতা ৫৮
নজর হেফাজতের উপকারিতা ৫৯
সদাচারের বিনিময় সদাচার বৈ কিছু নয় ৬৫
নারীদের দিকে দৃষ্টিপাতের প্রকার ও বিধান ৬৮
দৃষ্টি সংযত রাখার কিছু উপায় ৭২
দৃষ্টি অসংযত থাকে কেন? ৭৮
শেষকথা ৮৭

ইমাম ইবনুল কাইয়িম রাহিমাহুল্লাহ বলেন,

'দৃষ্টিই যৌন লালসা উদ্বোধক। কাজেই এ দৃষ্টির নিয়ন্ত্রণ ও সংরক্ষণ মূলত যৌনাঙ্গেরই সংরক্ষণ।'

নজরের হেফাজত

দৃষ্টিসংযম কী?

'দৃষ্টিসংযম হলো—ইসলামি শরিয়ত অনুযায়ী যা দেখা হারাম, তা থেকে দৃষ্টি সংযত রাখা, যা দেখা হালাল, কেবল সেদিকেই দৃষ্টিপাত করা। হারাম সবকিছু উপেক্ষা করে যাওয়ার ব্যাপারেও এই হুকুম প্রযোজ্য। কিন্তু এরপরও যদি আকস্মিক এবং অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে হারাম কিছু চোখে পড়েই যায়, তবে তৎক্ষণাৎ চোখ ফিরিয়ে নিতে হবে।'[১]

আমরা জানি, জিনা-ব্যভিচারের মতো জঘন্য ও অশ্লীল কাজের সূত্রপাত ঘটে অসংযত দৃষ্টিপাত থেকে। কিন্তু এই ছোট্ট, অথচ ভয়ংকর রোগে আজ পুরো জাতি আক্রান্ত। অধিকাংশ মুসলিম আজ অশ্লীলতা ও বেহায়াপনায় লিপ্ত।

---

[১] *তাফসিরু ইবনু কাসির*, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৫৯৮।

অথচ, এই নোংরামো ও নির্লজ্জতার কারণে চারদিকে শত্রুতা বৃদ্ধি পাচ্ছে, ঝগড়াবিবাদ লেগে থাকছে, অবৈধ সন্তান জন্ম নিচ্ছে, বংশ-পরম্পরা নষ্ট হচ্ছে; কিন্তু সে খবর কে রাখে?

কুদৃষ্টি থেকে হয় অগণিত গুনাহের উৎপত্তি

আল্লামা ইবনুল কাইয়িম রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'মানুষ যত গুনাহে লিপ্ত হয়, তার অনেকগুলোর মূলে থাকে কুদৃষ্টির প্রভাব। কারণ, চোখের দেখা থেকেই প্রথমে মানব-মনে 'কুমন্ত্রণা' সৃষ্টি হয়। এরপর সেই কুমন্ত্রণা থেকে সৃষ্টি হয় 'কুচিন্তা'। কুচিন্তা থেকে আবার জন্ম নেয় 'কুপ্রবৃত্তি'। এবার এই কুপ্রবৃত্তি মনের ভেতরে 'আকাঙ্ক্ষা' তৈরি করে। এরপর সেই আকাঙ্ক্ষা রূপ নেয় 'দৃঢ় সংকল্পে'। অতঃপর যা ঘটার, তো সে ঘটিয়েই ফেলে, যদি-না তাকে কেউ বাধা দেওয়ার থাকে। এজন্য বলা হয়, নজরের হেফাজত যতটা কঠিন, তারচেয়ে অনেক বেশি কঠিন কুনজর-ঘটিত বিপদ থেকে বাঁচা বা তাতে ধৈর্যধারণ করা।'[২]

অধিকাংশ গুনাহের কারণ অসংযত দৃষ্টি ও বাক-অসংযম

সাধারণত অধিকাংশ গুনাহের সূত্রপাত ঘটে কথার আধিক্য এবং যত্রতত্র দৃষ্টিপাত থেকে। শয়তান এ-দুটি হাতিয়ার ব্যবহার করে মানুষকে সবচেয়ে বেশি পথভ্রষ্ট করে। কারণ,

---

[২] *আদ-দা ওয়াদ দাওয়া*, পৃষ্ঠা : ১৮৬।

খাবার খেয়ে পেটের ক্ষুধা দূর করা যায়। কিন্তু অনিয়ন্ত্রিত জবান ও অসংযত চোখের ক্ষুধা দূর করার কোনো উপায় এ জগতে নেই। তাই এ-দুটিকে সংযত না রাখা গেলে, দেখা ও বলার চাহিদা কখনোই শেষ হয় না। ঠিক যেমন লোকমুখে প্রচলিত আছে—চারটি চাহিদা কখনো শেষ হবার নয় : এক. দেখার প্রতি চোখের চাহিদা, দুই. তথ্য-উপাত্ত শোনার প্রতি কানের চাহিদা, তিন. বৃষ্টির প্রতি শুকনো ভূখণ্ডের চাহিদা, চার. পুরুষের প্রতি নারীর চাহিদা।

আজ পত্র-পত্রিকা, রাস্তা-ঘাট, হাট-বাজার, মোবাইলের স্ক্রিন ও টিভির মনিটরসহ সবখানে অশ্লীল দৃশ্যের ছড়াছড়ি। মানুষ এসবের নেশায় বুঁদ হয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে। অথচ কী ছিল তাদের রবের প্রতিশ্রুতি। আফসোস! হায় আফসোস!!

'নজর' হৃদয়ে নিক্ষিপ্ত এক বিষাক্ত তির

সত্যিকার অর্থেই কুনজর মানুষের মনে বিষাক্ত তিরের মতো বিদ্ধ হয় এবং হৃদয়ের সবটুকু জুড়ে এর বিষক্রিয়া ছড়িয়ে যায়। শয়তান মানুষকে বিপথে নেওয়ার জন্য যত রকম পাঁয়তারা করে, এ-নজর তারমধ্যে অন্যতম। নজরকে যে অসংযত রাখে—আল্লাহর কসম—তার বালা-মুসিবতের কোনো শেষ থাকে না।

মনে রাখতে হবে, শয়তান একদিকে পরনারীকে পুরুষদের চোখে আকর্ষণীয় করে দেখাতে চেষ্টা করে; অপরদিকে আর নিজ স্ত্রীর প্রতি অনীহা সৃষ্টি করে—যদিও সে হোক-না অপরূপা সুন্দরী। তাই আসুন, পরনারীর প্রতি চোখ পড়ামাত্রই

আমরা আমাদের দৃষ্টি ফিরিয়ে নিই এবং আল্লাহর কাছে বিতাড়িত শয়তান থেকে অবিরত আশ্রয় প্রার্থনা করি।

‘চোখ’ হৃদয়ের প্রধান কপাট

ইমাম কুরতুবি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, ‘অন্তরের গভীরে প্রবেশ করার সবচেয়ে বড় দরোজা হলো চোখ। অনুভূতিকে প্রকম্পিত করে তোলার অন্যতম উপায়ও এটি। ফলে মানুষের অধিকাংশ পদস্খলন ঘটে এই চোখের কারণে। এজন্য এ বিষয়ে খুবই সতর্ক থাকা চাই। যাবতীয় হারাম বিষয়, এমনকি ফিতনা সামান্য আশঙ্কা রাখে—এমন সবকিছু থেকে নজরকে হেফাজত রাখা চাই।’[৩]

অসংযত দৃষ্টি মানুষের মান-সম্মান ক্ষুণ্ণকারী

একজন সম্মানী ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির ক্ষেত্রে যত্রতত্র দৃষ্টিপাত—নিঃসন্দেহে তার সম্মানের জন্য হানিকর। জেনে অবাক হবেন, জাহিলি যুগের সেই বর্বর মানুষদের মধ্যেও এই ধারণা প্রচলিত ছিল যে, উন্নত চরিত্রের কোনো পুরুষ কখনো পরনারীর দিকে তাকায় না। এ প্রসঙ্গে আল্লামা কাহতানি রাহিমাহুল্লাহ বলেন—

‘পরনারীর প্রতি যাদের থাকে দৃষ্টি লোভাতুর,
তারা তো মাংস নিয়ে কাড়াকাড়ি করা কুকুর।’

---

[৩] *তাফসির কুরতুবি*, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ১৪৮।

কিন্তু অত্যন্ত আফসোস ও পরিতাপের বিষয় এই যে, এ-যুগের অধিকাংশ মুসলিম পরনারীদের থেকে নিজেদের দৃষ্টি সংযত রাখেন না, রাখার প্রয়োজনও মনে করেন না। অনেক যুবকের তো রাস্তা-ঘাটে নারী-দর্শনের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকা অভ্যাসেই পরিণত হয়ে গিয়েছে। দুঃখ নিয়ে বলতে হয়, পরনারীর দিকে দৃষ্টিপাত গর্হিত কাজ জেনে জাহিলি যুগের মূর্খরা যে কাজটি করত, সভ্যতা ও ভদ্রতার দাবিদার এই আমাদের পক্ষে আজ সেটুকুও সম্ভব হয় না।

দৃষ্টিসংযম আবশ্যক হওয়ার দলিল

হারাম জিনিস থেকে নজর হেফাজত করা ওয়াজিব—এ মর্মে কুরআন কারিম ও হাদিসে অসংখ্য দলিল-প্রমাণ বিদ্যমান রয়েছে। আল্লাহর কসম—দৃষ্টিসংযম সম্পর্কে কুরআন-সুন্নাহে যদি একটি দলিলও বর্ণিত না হতো, তবুও একজন মুসলিমের চারিত্রিক পবিত্রতা তাকে এমন অশুভ কাজ থেকে বাধা দেওয়ার কথা ছিল।

কুরআনে বর্ণিত কয়েকটি দলিল

প্রথমে আমরা কুরআন কারিমে উল্লিখিত এমন কিছু আয়াত পেশ করছি, যা থেকে দৃষ্টিসংযম আবশ্যক হওয়ার বিষয়টি স্পষ্ট হয়।

প্রথম দলিল : আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ.

আপনি মুমিনদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি নত রাখে এবং তাদের যৌনাঙ্গের হেফাজত করে। এতে তাদের জন্য রয়েছে অধিক পবিত্রতা। নিশ্চয় তারা যা করে আল্লাহ তা জানেন। [সূরা নূর আয়াত : ৩০]

এখানে আমরা লক্ষ করছি যে, আল্লাহ তাআলা আয়াতে কারিমায় কেবল মুমিনদের সম্বোধন করেছেন। কেননা, মুমিন ও মুত্তাকিরাই আল্লাহর ডাকে সাড়া দেয়; কারণ তাদের অন্তর থাকে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের ভালোবাসায় পরিপূর্ণ।

আল্লামা ইবনু কাসির রাহিমাহুল্লাহ উল্লিখিত আয়াতের তাফসির করতে গিয়ে বলেন, 'এ আদেশ আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে তাঁর মুমিন বান্দাদের প্রতি—তাদের জন্য যা দেখা হারাম করা হয়েছে, তা থেকে তারা নজর হেফাজত করবে। তারা নিষিদ্ধ কোনোকিছুর দিকে তাকাবে না; হারাম সবকিছু থেকে নজরকে হেফাজত করবে; যদি অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে হারাম কিছু চোখে পড়েই যায়, তবে তৎক্ষণাৎ চোখ ফিরিয়ে নেবে।'[৪]

[৪] *তাফসিরু ইবনু কাসির*, খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ২৮২।

আল্লামা সা'আদি রাহিমাহুল্লাহ উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, 'অর্থাৎ, আপনি মুমিনদের নির্দেশনা দিন, তাদের বলুন—যারা ঈমানদার, তারা যেন ঈমানের সঙ্গে সাংঘর্ষিক বিষয়াবলি থেকে বিরত থাকে। তারা যেন অন্যের সতর, বেগানা নারী এবং ফিতনার কারণ হতে পারে এমন সুশ্রী বালকদের থেকে নিজেদের দৃষ্টিকে সংযত রাখে। তা ছাড়া এমন চাকচিক্যময় জিনিস থেকেও নজরকে হেফাজতে রাখা চাই, যা দেখার কারণে গুনাহে নিপতিত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।'

'তারা যেন অবৈধ উপায়ে কোনোরকম সম্ভোগে লিপ্ত না হয়—হোক তা যোনিপথে, পায়ুপথে কিংবা ভিন্ন কোনো উপায়ে। পাশাপাশি, তারা যেন পরনারীকে স্পর্শ করা কিংবা দেখা থেকে বিরত থাকে। চোখ ও যৌনাঙ্গের এই সংযম তাদের জন্য অধিক পবিত্রতা ও পরিশুদ্ধির কারণ হবে; তাদের আমলকে বৃদ্ধি করবে। কারণ, যে ব্যক্তি নিজের চক্ষু ও যৌনাঙ্গ সংযত রাখবে, সে এমনিতেই অশ্লীল কাজ থেকে বেঁচে থাকবে। একই সাথে নফস যে-সকল মন্দ কাজের প্রতি প্ররোচিত করে, তা থেকে বিরত থাকার মাধ্যমে তার আমলও পরিশুদ্ধ হবে।'

'যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় সামান্য ত্যাগও স্বীকার করবে, আল্লাহ তাকে তার ত্যাগের চেয়ে উত্তম বিনিময় দান করবেন। আর যে ব্যক্তি নজরের হেফাজত করবে, আল্লাহ তার অন্তর্দৃষ্টি খুলে দেবেন। কারণ, যে বান্দা প্রবৃত্তির কামনা-বাসনা উপেক্ষা করে হারাম সবকিছু থেকে

নিজের চোখ ও যৌনাঙ্গ হেফাজতে রাখে; অন্যান্য খারাপ কাজ থেকে তো সে এমনিতেই দূরে থাকে।'

'একারণে আল্লাহ তাআলা 'হেফাজত' বা 'সংরক্ষণের' কথা বলেছেন। কেননা, 'মাহফুজ' তথা সংরক্ষিত কিছু হেফাজতের পেছনে যদি হাফিজ তথা সংরক্ষণকারীর কোনো ভূমিকাই না থাকে; সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় উপায় অবলম্বনের ব্যাপার যদি নাই ঘটে, তবে তো আর সেটাকে হেফাজত বলা যায় না। নজর ও যৌনাঙ্গ হেফাজতের বিষয়টি ঠিক তেমনই। অপরদিকে বান্দা যদি এ-দুটি অঙ্গ হেফাজতের পেছনে সচেষ্ট না হয়, তবে এগুলো তার জন্য ভীষণ বিপদ ও মারাত্মক ফিতনার কারণ হয়ে যেতে পারে।'[৫]

উলামায়ে কিরাম বলেন, 'আয়াতে কারিমায় 'يغضوا' শব্দটি 'বিবৃতিমূলক ক্রিয়া' হলেও এর আগে একটি 'অনুজ্ঞামূলক ক্রিয়া' উহ্য রয়েছে। আর এখানে অনুজ্ঞামূলক ক্রিয়াটি উল্লেখ না করে কেবল বিবৃতিমূলক ক্রিয়া উল্লেখ করার কারণ হলো—মুমিন তো এমনই হবে—তাকে দৃষ্টিসংযমের আদেশ করামাত্রই সে তা পালন করবে।'

এ হিসেবে আয়াতের মূলরূপ দাঁড়াবে এমন— قل للمؤمنين غضوا يغضوا... অর্থাৎ, 'আপনি মুমিনদের বলুন, তোমরা দৃষ্টি সংযত রাখো, অতঃপর তারা দৃষ্টি সংযত রাখে...।'

---

[৫] *তাফসিরুস সা'আদি*, পৃষ্ঠা : ৭৮৬।

সর্বোপরি মুমিনের শান তো এমনই হওয়া উচিত, যেমনটি কুরআন কারিমে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন—

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا.

আল্লাহ ও তাঁর রাসুল কোনো কাজের আদেশ করলে কোনো ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারীর সে বিষয়ে নিজস্ব কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুযোগ নেই। আর যে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আদেশ অমান্য করে সে প্রকাশ্য পথভ্রষ্টতায় পতিত হয়। [সুরা আহযাব, আয়াত : ৩৬]

এই আদেশ নারী-পুরুষ উভয়ের প্রতি

কেউ যেন এমনটি মনে না করে যে, দৃষ্টিসংযমের আদেশ কেবল পুরুষদের প্রতি। বিষয়টি মোটেও এমন নয়। কারণ, আল্লাহ তাআলা পুরুষদের আদেশ করার পরপরই নারীদের উদ্দেশে ইরশাদ করেন—

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ.

> আপনি ঈমানদার নারীদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে নত রাখে এবং তাদের যৌনাঙ্গের হেফাজত করে। [সুরা নুর, আয়াত : ৩১]

'এটি যেমন মুমিন নারীদের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে আদেশ, তেমনি তাদের স্বামী তথা মুমিন বান্দাদের জন্য আত্মমর্যাদারও বিষয়। অপরদিকে এটিই তাদের ও জাহিলি যুগের মুশরিক নারীদের মধ্যে অন্যতম পার্থক্যরেখা।'[৬]

আর এ-বিষয়টি অনস্বীকার্য যে, নারীর প্রতি পুরুষের যেমন দুর্বলতা রয়েছে, তেমনি পুরুষের প্রতিও রয়েছে নারীর দুর্বলতা। পুরুষ যেমন নারীর প্রতি আসক্তি অনুভব করে, তেমনি নারীর মনেও জাগে পুরুষের প্রতি কামনা-বাসনা। আর এই আসক্তি ও কামনা-বাসনা নিয়ন্ত্রণে না থাকলেই মূলত সমাজে বিশৃঙ্খলা ও বেহায়াপনা ছড়িয়ে পড়ে। এসব থেকে রক্ষা করতেই আল্লাহ তাআলা দৃষ্টিসংযমের আদেশ দিয়েছেন, যা এক্ষেত্রে ঢালস্বরূপ।

যৌনাঙ্গের আগে চক্ষু হেফাজতের আদেশ কেন?

কুরআন কারিমে গোপনাঙ্গ সংযত রাখার পূর্বে চোখ হেফাজতে রাখার আদেশ করা হয়েছে। এর কারণ হলো—চোখ বা নজর মূলত জিনা-ব্যভিচারের অগ্রদূত হিসেবে কাজ করে। যেহেতু জিনা-ব্যভিচার মারাত্মক অপরাধ। আবার

[৬] *তাফসিরু ইবনু কাসির*, খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ২৮৩।

সুযোগ পেলে তা থেকে বেঁচে থাকাও অধিক কঠিন, তাই এসবের উদ্দীপক—কুদৃষ্টি থেকেই বেঁচে থাকতে আদেশ দেওয়া হয়েছে। কেননা, কুদৃষ্টিই মূলত পাপাচারে লিপ্ত হওয়ার প্রথম ধাপ। আর দৃষ্টিসংযম অন্তরস্থ রোগ প্রতিরোধে বেশ কার্যকরী।

দুটি সূক্ষ্ম বিষয়

প্রথমত, আল্লাহ তাআলা দৃষ্টিসংযম ও যৌনাঙ্গ হেফাজতের বিষয় দুটি পাশাপাশি উল্লেখ করেছেন। কারণ, প্রতিটি অশ্লীল কাজ সাধারণত কয়েকটি ধাপে সম্পন্ন হয়। যার প্রথম ধাপ হলো দৃষ্টির অসংযত ব্যবহার। একজন পুরুষ যখন পরনারীর দিকে বেপরোয়া দৃষ্টিপাত করে, তখন তার মনে সেই নারীর রূপসৌন্দর্য নানারকম জল্পনা-কল্পনা তৈরি করে। হৃদয়ের গভীরে এই জল্পনা-কল্পনা চলতে থাকে নিরবচ্ছিন্নভাবে। একপর্যায়ে সে আর নিজেকে সংবরণ করতে না পেরে লিপ্ত হয় পাপাচারে, অশ্লীল কাজে। একারণে আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদের সতর্ক করে দিয়ে বলেন—

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ.

হে ঈমানদারগণ, তোমরা শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। যে শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ

করবে, তখন তো শয়তান অশ্লীলতা ও মন্দ কাজের আদেশ করবেই। [সূরা নূর, আয়াত : ২১]

শয়তান সর্বদা মানুষের জন্য তার জীবনের প্রতিটি বাঁকে বাঁকে ওঁত পেতে আছে। এজন্য পদে পদে যে ব্যক্তি ফিতনার দিকে উঁকি দেয়, ফিতনা তাকে একদম তলানিতে নিয়ে যায়।

দ্বিতীয়ত, আল্লাহ তাআলা কেন বললেন, ' قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ'[৭] দেখুন, আল্লাহ তাআলা দৃষ্টিসংযমের বেলায় 'من' তথা, 'থেকে' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। অপরদিকে যখন 'وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ'[৮] বলে যৌনাঙ্গ হেফাজতের আদেশ দিয়েছেন, তখন আর 'من' শব্দটি ব্যবহার করেননি। কিন্তু কেন?

এ প্রশ্নের জবাবে বলা হয়, মুসলিমদের ওপর সর্বাবস্থায়ই যৌনাঙ্গের সদ্ব্যবহার আবশ্যক। কিন্তু দৃষ্টিসংযমের বিষয়টি একটু ভিন্ন—এই অর্থে যে, এমন অনেক পরিস্থিতি তৈরি হয়, যেখানে মৌলিকভাবে দৃষ্টি সংযত রাখা আবশ্যক হলেও বিশেষ প্রয়োজনে পরনারীর দিকে দৃষ্টিপাত পুরুষের জন্য বৈধ বলা হয়। উদাহরণত : বিয়ের উদ্দেশ্যে কনের দিকে তাকানো, সাক্ষ্যগ্রহণের জন্য নারী সাক্ষীর দিকে তাকানো, নারী

---

[৭] অর্থাৎ 'আপনি মুমিনদের বলুন, তারা যেন নিজেদের দৃষ্টি সংযত রাখে।' [সূরা নূর, আয়াত : ৩০]

[৮] অর্থাৎ, 'যেন তারা যৌনাঙ্গের হেফাজত করে।' [সূরা নূর, আয়াত : ৩০]

ডাক্তারের অনুপস্থিতিতে রোগীর নির্দিষ্ট অঙ্গের দিকে তাকানো। তবে এসকল ক্ষেত্রে অন্তত একজন প্রাপ্তবয়স্ক ও বুদ্ধিমান মাহরামের উপস্থিতি আবশ্যক।

কুরআন থেকে দ্বিতীয় দলিল

আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করেন—

يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ

> তিনি জানেন—চোখ যে খেয়ানত করে এবং অন্তর যা গোপন করে রাখে। [সুরা গফির, আয়াত : ১৯]

আল্লাহ্ তাআলা এ-আয়াতে কারিমায় জানিয়ে দিলেন যে, তিনি ছোট-বড়ো, দূরে-কাছে, ক্ষুদ্র-বৃহৎ, সূক্ষ্ম-ভারি, তুচ্ছ-দামি—সবকিছু সম্পর্কে সম্যক অবগত। এ-বিষয়টি খেয়াল করে যেন বান্দা আল্লাহ্র অবগতির ব্যাপারে সতর্ক থাকে; তাঁর প্রতি লজ্জাবনত থাকে; তাঁকে যথাযথভাবে ভয় করে এবং মনে রাখে—তিনি স্পষ্টভাবে তাকে দেখছেন। এ ছাড়াও তিনি চোখের খেয়ানত সম্পর্কে জানেন, যদিও কেউ আমানতদার সাজতে চায়। তিনি অন্তরে লুকায়িত বিষয়াবলি সম্পর্কেও জানেন, যদিও সে তা গোপন রাখতে চায়।

চোখের সকল খেয়ানত আল্লাহ্ তাআলা খুব ভালো করে জানেন। চোখের খেয়ানত কী, তা স্পষ্ট করেছেন হজরত আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু। (তিনি বলেন) 'চোখের খেয়ানতের উদাহরণ হলো ওই ব্যক্তির দৃষ্টিপাতের

মতো, যে লোকজনের উপস্থিতিতে কোনো বাড়িতে প্রবেশ করল। আর সেখানে সকলের সামনে দিয়ে অতিক্রম করল কোনো সুন্দরী নারী। এমতাবস্থায় লোকেরা তার থেকে অমনোযোগী হলেই সে নারীটির দিকে তাকায়, আবার মনোযোগী হলে দৃষ্টি নামিয়ে নেয়। অনুরূপভাবে, তারা বেখেয়াল থাকলেই সে ওই নারীর দিকে তাকায়, আবার খেয়াল করলেই না দেখার ভান করে।'

প্রিয় ভাই ও বোনেরা আমার! আপনি কি কখনো এভাবে ভেবে দেখেছেন? আপনি কি কখনো অনুধাবন করেছেন— কোনো নারীর দিকে আপনার দৃষ্টিপাত আল্লাহ তাআলা এতটা ভালোভাবে দেখেন; এমনকি আপনি যা অন্তরে লুকিয়ে রাখেন তাও তিনি জানেন।

হজরত জুনাইদ বাগদাদি রাহিমাহুল্লাহকে দৃষ্টি সংযত রাখার উপায় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, 'তুমি তোমার ইলম তথা জ্ঞানের সাহায্য নিতে পারো। অর্থাৎ তুমি স্মরণে রাখবে যে, মানুষের দৃষ্টিপাতের চেয়ে আল্লাহ তাআলার দৃষ্টিপাত অনেক বেশি সূক্ষ্ম এবং দ্রুত।'

আমরা যারা অবৈধ জিনিস দেখি, তারা কি একবারও চিন্তা করেছি, আমাদের দৃষ্টিপাতের আগেই তা আল্লাহ নজরে ধরা পড়ে যায়। কসম আল্লাহর, এভাবে ভেবে দেখলে লজ্জায় আমাদের মস্তক অবনত হয়ে আসবে।

কুরআন থেকে তৃতীয় দলিল

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

> আর যে বিষয়ে আপনার অবগতি নেই, তার পেছনে পড়বেন না। নিশ্চয় কান, চোখ, অন্তর—সবই তার (কর্ম) সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। [সূরা ইসরা, আয়াত : ৩৬]

অর্থাৎ, এ অঙ্গগুলোর কাছে নিজ নিজ কর্মের হিসেব চাওয়া হবে। যা ভেবেছে ও যে বিশ্বাস রেখেছে—সে সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে অন্তরকে। যা দেখেছে ও শুনেছে—সে সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে কান ও চোখকে।

কী ভয়ংকর পরিস্থিতিই-না হবে সেদিন, যেদিন বান্দা আল্লাহর সামনে হাজির হবে, আর এক এক করে তিনি তাকে দেওয়া সব নিয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দেবেন এবং সে তা স্বীকার করে নেবে। অতঃপর আল্লাহ তাআলা তার কাছে জানতে চাইবেন—এসকল নিয়ামত তুমি কী কাজে ব্যবহার করেছ? আমি যা পছন্দ করি, তেমন কিছু কি তুমি করেছ? নাকি স্বেচ্ছাচারী হয়ে পাপাচারে লিপ্ত হয়েছ?

একটু ভাবুন তো চোখদুটো বন্ধ করে। আপনার কী জবাব হবে তখন আল্লাহর সামনে? যদি অপরাধ স্বীকার করে নেন, তবে কী পরিস্থিতি যে হবে—আমার কলম তা বর্ণনা করতে অক্ষম। আর যদি অস্বীকার করে ফেলেন, তবে তো তখন আল্লাহ আপনার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের জবান খুলে দেবেন। তারা আপনার

কৃতকর্মের ব্যাপারে সাক্ষ্য দিতে শুরু করবে। আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ . حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ . وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ . وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ . وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ . فَإِنْ يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ وَإِنْ يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ .

যেদিন আল্লাহর শত্রুদেরকে জাহান্নামের দিকে ঠেলে নেওয়া হবে। এবং তাদের বিন্যস্ত করা হবে বিভিন্ন দলে। তারা যখন জাহান্নামের কাছে পৌঁছাবে, তখন তাদের কান, চোখ ও ত্বক তাদের কর্ম সম্পর্কে সাক্ষ্য দেবে। তারা তাদের ত্বককে

বলবে, তোমরা আমাদের বিপক্ষে সাক্ষ্য দিলে কেন? তারা বলবে, যে আল্লাহ সবকিছুকে বাকশক্তি দিয়েছেন, তিনি আমাদেরকেও বাকশক্তি দিয়েছেন। তিনিই তোমাদেরকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন এবং তোমরা তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে। তোমাদের কান, তোমাদের চোখ এবং তোমাদের ত্বক তোমাদের বিপক্ষে সাক্ষ্য দেবে না—(এ) ধারণার বশবর্তী হয়ে তোমরা তাদের কাছে কিছু গোপন করতে না। কিন্তু তোমাদের ধারণা ছিল যে, তোমরা যা কর তার অনেক কিছুই আল্লাহ জানেন না। তোমাদের পালনকর্তা সম্বন্ধে তোমাদের এ-ধারণাই তোমাদেরকে ধ্বংস করেছে। ফলে তোমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গিয়েছ। অতঃপর যদি তারা সবর করে, তবু জাহান্নামই তাদের আবাসস্থল। আর যদি তারা ওজর পেশ করে, তবে তাদের ওজর কবুল করা হবে না। [সুরা ফুসসিলাত, আয়াত : ১৯-২৪]

সুতরাং প্রিয় ভাই ও বোনেরা! এখন থেকেই প্রস্তুত হোন। এমন আমল করুন—যা আল্লাহর সামনে আপনার চেহারা দীপ্ত করে রাখবে। এমন কিছু করবেন না, যা বিচার দিবসে আপনাকে লাঞ্ছিত-অপমানিত করবে। নিঃসন্দেহে তা এমন এক দিবস, যে দিবসে ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্তুতি কারো কোনো কাজে আসবে না। পরিশুদ্ধ অন্তর নিয়ে যে আল্লাহর কাছে আসবে, সেই কেবল মুক্তি পাবে।

হাদিসে বর্ণিত দলিলসমূহ

দৃষ্টিসংযম নিয়ে কুরআনের মতো হাদিস থেকেও অনেকগুলো দলিল উল্লেখ করা যায়। এখানে আমরা অল্প কয়েকটি তুলে ধরছি।

প্রথম দলিল : হজরত আবু সাঈদ খুদরি রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন—

إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا: يا رسول الله ما لنا من مجالسنا بُد نتحدث فيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فإذا أبيتم إلا المجلس، فأعطوا الطريق حقه قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر، وكف الأذى، ورد السلام، والأمر المعروف والنهي عن المنكر.

তোমরা পথেঘাটে বসে থেকো না। তখন সাহাবিরা বলেন, হে আল্লাহর রাসুল, আমাদের তো তা ছাড়া বসে কথা বলার মতো জায়গা নেই। তখন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যদি তোমাদের বসতেই হয়, তাহলে রাস্তার হকও আদায় করবে। তারা জিজ্ঞেস